গ্রেড A ক্লিংকার
শুধুমাত্র কনফিডেন্স সিমেন্টই ব্যবহার করছে
কনফিডেন্সসিমেন্ট | আস্থা রাখুন
01755-550035, 01755-550036

দৈনিক
আজাদী
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র
প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক

ফ্লাই এ্যাশ (ছাই) মুক্ত
রয়েল সিমেন্ট
ফাটল ও নোনা রোধী
যোগাযোগ : কবির মঞ্জিল, শেখ মুজিব রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম। ০১৭০৮-১৩৪৭৯৮

রোববার | ৪ ডিসেম্বর ২০২২ | www.edainikazadi.net রেজি. নং-চ-৫৪ | ৬৩তম বর্ষ ৯০ সংখ্যা | ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ সাল | ৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি | ১২ পৃষ্ঠা | ৮ টাকা

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সেমিনারে ড. অনুপম সেন

অনেক প্রথাই ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের আইনে পরিণত হয়েছে

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে আইন বিভাগের উদ্যোগে 'ফ্যামিলি কোর্টস ইন বাংলাদেশ : এ কোয়েস্ট ফর জুরিসডিকশনাল রিফর্ম' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার আইকিউএসি, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। আলোচক ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন সেশনস জজ ড. বেগম জেবুন্নেসা, চবি আইন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ আল ফারুক, রাঙামাটির নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) ইসমাঈল হোসাইন আমিম। বিভাগের চেয়ারম্যান তানজিনা আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সেমিনারে কী নোট স্পিকার ছিলেন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফরিদুদ্দিন আহমেদ। প্রধান অতিথি বলেন, একসময় সমাজ পরিচালিত হতো প্রথার মাধ্যমে। এখন পরিচালিত হয় রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে। অনেক প্রথাই ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের আইনে পরিণত হয়েছে, যেমন, ব্রিটিশ কমন ল'। পাশ্চাত্যে দাসপ্রথা, ক্রীতদাসপ্রথা, সামন্তপ্রথা ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদন হতো এবং এসব ঘিরেই আইনের ভিত্তি ছিল। এসব আইনে মানুষের অধিকার ছিল না বললেই চলে। প্রাচ্যে গ্রামসমাজ থাকার কারণে এবং সেই গ্রামসমাজ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরিচালিত হতো বলে জনগণের অধিকার পাশ্চাত্যের মতো অতো নির্যাতনমূলক ছিল না।

ড. বেগম জেবুন্নেসা বলেন, পারিবারিক আদালতে বর্তমানে নবীন বিচারকরা দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু অভিজ্ঞ বিচারকদের পারিবারিক আদালতে নিয়োগ করা দরকার। বাংলাদেশের নিম্ন আদালতে বিচারক স্বল্পতা কমানোর মাধ্যমে পারিবারিক আদালতে বিচার প্রার্থীদের দ্রুত ন্যায় বিচার প্রদানে উদ্যোগ নেয়া উচিত। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Ref: Daily Azadi, Date: 04 December 2022, Page: 2, Col: 7
https://edainikazadi.net/index.php?page=1&date=2022-12-4

চট্টগ্রাম রবিবার ৪ ডিসেম্বর ২০২২

দৈনিক পূর্বকোণ

মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

রেজিঃ নম্বর-চ-৮৯।। ৩৭তম বর্ষ ২৮৩তম সংখ্যা।। ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ।। ৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি।। Sunday 4 December 2022।। ৪ পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যাসহ ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য ৮ টাকা

www.dainikpurbokone.net www.edainikpurbokone.net /DailyPurbokone /DailyPurbokone

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে 'ফ্যামিলি কোর্টস ইন বাংলাদেশ : এ কোয়েস্ট ফর জুরিসডিকশনাল রিফর্ম' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ভার্সিটির সেমিনারে উপাচার্য ড. অনুপম সেন

একসময় সমাজ পরিচালিত হতো প্রথার মাধ্যমে

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে আইন বিভাগের উদ্যোগে 'ফ্যামিলি কোর্টস ইন বাংলাদেশ : এ কোয়েস্ট ফর জুরিসডিকশনাল রিফর্ম' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টায় আইকিউএসি, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। আলোচক ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন সেশনস জজ ড. বেগম জেবুন্নেসা, প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ আল ফারুক এবং রাঙামাটির নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) ইসমাঈল হোসাইন আমিম। বিভাগের চেয়ারম্যান তানজিনা আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সেমিনারে কিনোট স্পিকার ছিলেন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফরিদুদ্দিন আহমেদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, একসময় সমাজ পরিচালিত হতো প্রথার মাধ্যমে। এখন পরিচালিত হয় রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে। ড. অনুপম সেন আরও বলেন, আগে আইন ছিল অমানবিক, নির্যাতনমূলক। বর্তমানে আইন ধীরে ধীরে অপরাধের সঙ্গে আনুপাতিক হচ্ছে। এখন আর পাশ্চাত্যে, যেমন, ফ্রান্সে একটি রুটি চুরির জন্য বিশ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয় না, যা একসময় দেওয়া হতো।

আলোচকের বক্তব্যে রাঙামাটির নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) ইসমাঈল হোসাইন আমিম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় পারিবারিক আদালত নেই। আদিবাসীদের ট্র্যাডিশনাল বিচারব্যবস্থা থাকায় তাদের পারিবারিক আদালত হয়ত দরকার নেই।-বিজ্ঞপ্তি

Ref: Daily Purbokone, Date: 04 December 2022, Page: 4, Col: 6
https://www.edainikpurbokone.net/index.php?page=1&date=2022-12-4

১০ বছরে
দৈনিক পূর্বদেশ
Dainik Purbodesh

রবিবার
চট্টগ্রাম
৪ ডিসেম্বর ২০২২
১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৪
বর্ষ-১০, সংখ্যা-৩৪২

পার্কভিউ হসপিটাল লিমিটেড
৯৪/১০৩, কাতালগঞ্জ রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম
24/7 চালু টেলিফোন ও মোবাইল নাম্বার সমূহ
টিএনটি ফোন নাম্বার
02-334455071-6
02-334451901-6
মোবাইল নাম্বার
01976-022111
01976-022333
info@phlctg.com /parkviewhospitalctg parkview.com.bd

শুভ সকাল
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীত হবে

দশ কথার এক কথা
'খেলা হবে' রাজনৈতিক স্লোগান হতে পারে না : তোফায়েল

প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ মাস্টার নজির আহমদ
www.dailypurbodesh.com
১২ পৃষ্ঠা | ৭ টাকা

চট্টগ্রামে শনাক্ত ১,২৯,৫০৬ মৃত্যু ১,৩৬৮

শেষ পাতায়
খালেদার বাসার সামনে চেকপোস্ট বসিয়েছে পুলিশ

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে সেমিনারে বক্তব্য দেন উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে সেমিনার

একসময় সমাজ পরিচালিত হতো প্রথার মাধ্যমে : ড. অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে আইন বিভাগের উদ্যোগে 'ফ্যামিলি কোর্টস ইন বাংলাদেশ : এ কোয়েস্ট ফর জুরিসডিকশনাল রিফর্ম' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় আইকিউএসি, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। আলোচক ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন সেশন জজ ড. বেগম জেবুন্নেসা, চবি আইন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ আল ফারুক এবং রাঙামাটির নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক ইসমাঈল হোসাইন আমিম। বিভাগের চেয়ারম্যান তানজিনা আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সেমিনারে কি-নোট স্পিকার ছিলেন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফরিদুদ্দিন আহমেদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, একসময় সমাজ পরিচালিত হতো প্রথার মাধ্যমে। এখন পরিচালিত হয় রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে। অনেক প্রথাই ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের আইনে পরিণত হয়েছে। আগে আইন ছিল অমানবিক, নির্যাতনমূলক। বর্তমানে আইন ধীরে ধীরে অপরাধের সঙ্গে আনুপাতিক হচ্ছে। আলোচকের বক্তব্যে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা 'পারিবারিক আদালত ১৯১০ সালে প্রথম ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়' উল্লেখ করে বলেন, সময়ের সাথে সাথে আমাদের দেশে সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে।

আলোচকের বক্তব্যে চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন সেশন জজ ড. বেগম জেবুন্নেসা বলেন, পারিবারিক আদালতে বর্তমানে নবীন বিচারকরা দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু অভিজ্ঞ বিচারকদের পারিবারিক আদালতে নিয়োগ করা দরকার। পারিবারিক আদালতের জুরিসডিকশনাল রিফর্ম-এর মাধ্যমে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি কমানো এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা জরুরি। পার্বত্য জেলার নৃ-গোষ্ঠী ও বাঙালি জনগোষ্ঠী সকলের পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ রেখে আইন সংশোধন করা উচিত। হিন্দু জনগোষ্ঠীর পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখার জন্য পারিবারিক আদালত আইনের যুগোপযোগী সংস্কার প্রয়োজন। বাংলাদেশের নিম্ন আদালতে বিচারক স্বল্পতা কমানোর মাধ্যমে পারিবারিক আদালতে বিচার প্রার্থীদের দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদানে উদ্যোগ নেয়া উচিত।

আলোচকের বক্তব্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ আল ফারুক বলেন, ১৯৮৫ সালে পারিবারিক আইন সৃষ্টির পরে হাইকোর্টের এক রায়ে বলা হয়, এটি শুধু মুসলিমদের জন্য। পরবর্তীতে হাইকোর্টের আরেক রায়ে বলা হয়, এই আইনে মুসলিম শব্দটি নেই। সুতরাং এই আইন বাংলাদেশের সব কমিউনিটির জন্য। একটি আইনের প্রয়োগ শুরু হলে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। এই আইনটিও প্রয়োগের পর থেকে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ কারণে এই আইনটির সংস্কার হওয়া দরকার।

আলোচকের বক্তব্যে রাঙামাটির নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) ইসমাঈল হোসাইন আমিম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় পারিবারিক আদালত নেই। আদিবাসীদের ট্র্যাডিশনাল বিচারব্যবস্থা থাকায় তাদের পারিবারিক আদালত দরকার নেই। কিন্তু এই তিন জেলায় এখন অনেক বাঙালি রয়েছে। তাদের জন্য অবশ্যই পারিবারিক আদালত স্থাপন করা দরকার। সেমিনারে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি

Ref: Daily Purbodesh, Date: 04 December 2022, Page: 2, Col: 1
https://archive.epurbodesh.com/index.php?date=04-12-2022&page=2

চট্টগ্রাম • রোববার • ৪ ডিসেম্বর ২০২২ • ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ • ৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৪ | ১২ পৃষ্ঠা • মূল্য ৭ টাকা | চট্টগ্রাম • রেজি. নম্বর ৪৫০ • বর্ষ ১৯ সংখ্যা ১০৮

রূপান্তর নবযাত্রা

প্রতিটি প্রভাত থেকে সুপ্রভাত

সুপ্রভাত

সুপ্রভাত বাংলাদেশ | SUPROBHAT BANGLADESH

suprobhat.com | esuprobhat.com | facebook.com/suprobhat

৫ চট্টগ্রামবাসীর প্রাণের সঞ্চার করেছে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা

৬ ৫১ বছরেও মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাননি তাঁরা

৮ তামিমের অভাব কী পূরণ হবে?

হাসপাতালে তাসনিয়া ফারিণ

রাজধানীর কুড়িল এলাকার একটি বিপণিবিতানের চলন্ত সিঁড়িতে আহত হয়েছেন এ প্রজন্মের আলোচিত অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ। শুক্রবার রাতে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বিস্তারিত ▶ পৃষ্ঠা ৮

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে 'ফ্যামিলি কোর্টস ইন বাংলাদেশ : এ কোয়েস্ট ফর জুরিসডিকশনাল রিফর্ম' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে সেমিনার

বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি কমানো এখন সময়ের দাবি

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়ার কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে আইন বিভাগের উদ্যোগে 'ফ্যামিলি কোর্টস ইন বাংলাদেশ : এ কোয়েস্ট ফর জুরিসডিকশনাল রিফর্ম' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় আইকিউএসি, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী, একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। আলোচক ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন সেশনস জজ ড. বেগম জেবুন্নেসা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ আল ফারুক এবং রাঙামাটির নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) ইসমাঈল হোসাইন আমিম। বিভাগের চেয়ারম্যান তানজিনা আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে সেমিনারে কিনোট স্পিকার ছিলেন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফরিদুদ্দিন আহমেদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, একসময় সমাজ পরিচালিত হতো প্রথার মাধ্যমে। এখন পরিচালিত হয় রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে। অনেক প্রথাই ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের আইনে পরিণত হয়েছে, যেমন- ব্রিটিশ কমন ল'। পাশ্চাত্যে দাসপ্রথা, ক্রীতদাসপ্রথা, সামন্তপ্রথা ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদন হতো এবং এসব ঘিরেই আইনের ভিত্তি ছিল। এসব আইনে মানুষের অধিকার ছিল না বললেই চলে। প্রাচ্যে গ্রামসমাজ থাকার কারণে এবং সেই গ্রামসমাজ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরিচালিত হতো বলে জনগণের অধিকার পাশ্চাত্যের মতো অতো নির্যাতনমূলক ছিল না। বস্তুত গ্রামবাসীর সঙ্গে রাষ্ট্রের দূরত্ব ছিল অনেক। চার্লস মেটকাফ ভারতীয় গ্রামকে বলেছেন ভিলেজ রিপাবলিকস। পাশ্চাত্যে রোমান আইনের মাধ্যমে প্রথম ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তিকে নিরঙ্কুশ সম্পত্তির অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সেইজন্য রোমান ল' আইনের ছাত্রদের পড়ানো হয়।

ড. অনুপম সেন আরও বলেন, আগে আইন ছিল অমানবিক, নির্যাতনমূলক। বর্তমানে আইন ধীরে ধীরে অপরাধের সঙ্গে আনুপাতিক হচ্ছে। এখন আর পাশ্চাত্যে, যেমন, ফ্রান্সে একটি রুটি চুরির জন্য বিশ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয় না, যা একসময় দেওয়া হতো।

তিনি উল্লেখ করেন, বিভিন্ন দেশের পারিবারিক আইনও অমানবিক ব্যাপারগুলো সরিয়ে মানবিক ও অধিকারমূলক করা হচ্ছে। বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর প্রথাকেও মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।

আলোচকের বক্তব্যে উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা 'পারিবারিক আদালত ১৯১০ সালে প্রথম ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়' উল্লেখ করে বলেন, সময়ের সাথে সাথে আমাদের দেশে সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। পরিবারগুলো আর আগের মতো নেই। পরিবারের কাঠামো পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের দেশের সমাজ আগে ছিল গ্রামভিত্তিক। এখন শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে গ্রামীণ সমাজের কাঠামো ভিন্নরূপ পেয়েছে। নেহাত গ্রাম বলে কিছু নেই। গ্রাম আর শহরের মধ্যে যে-পার্থক্য তা কমে গেছে। ফলে আমাদের মূল্যবোধ ও মনস্তত্ত্বিয় পরিবর্তন এসেছে এবং এগুলো আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে অনেক প্রভাব ফেলছে। পারিবারিক সমস্যায় নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হচ্ছে। এ কারণেই আমাদের দেশে সৃষ্টি হয়েছে পারিবারিক আইন।

আলোচকের বক্তব্যে চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন সেশনস জজ ড. বেগম জেবুন্নেসা বলেন, পারিবারিক আদালতে বর্তমানে নবীন বিচারকরা দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু অভিজ্ঞ বিচারকদের পারিবারিক আদালতে নিয়োগ করা দরকার। পারিবারিক আদালতের জুরিসডিকশনাল রিফর্ম-এর মাধ্যমে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি কমানো এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা অতীব জরুরী। পার্বত্য জেলার নৃ-গোষ্ঠী ও বাঙালি জনগোষ্ঠী সকলের পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ রেখে আইন সংশোধন করা উচিত।

Ref: Daily Suprobhat Bangladesh, Date: 04 December 2022, Page: 5, Col: 2
https://esuprobhat.com/index.php?page=1&date=2022-12-4